আ. লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে জাতিসংঘের দ্বারস্থ শেখ হাসিনা



শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং দলটিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর পক্ষে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক তিনজন বিশেষজ্ঞের কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জমা দিয়েছেন ব্রিটিশ আইনজীবী স্টিভেন পাওলস কেসি (কিংস কাউন্সেল)।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) সংবাদমাধ্যম মানবজমিনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। আইনজীবীর জমা দেওয়া আবেদনপত্রে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রথমে আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরবর্তী সময়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়।

আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। দলটির পক্ষে দেশে উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের বাইরে রাখার কারণে নির্বাচনটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে। এ নিয়ে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

আবেদনকারীদের যুক্তি, দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোকে আইনিভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সাংবিধানিকভাবে অসংগত। এর ফলে বিপুলসংখ্যক নাগরিক তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

আওয়ামী লীগের পক্ষে বাংলাদেশের আদালতে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা রয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দলটির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সমর্থকদের ওপর হামলার কারণে আইনজীবী নিয়োগ ও আইনি অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির একাধিক বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এর মধ্যে রয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার-সংক্রান্ত ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ, সংগঠন করার স্বাধীনতাবিষয়ক ২২ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকারী ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ।

নিষেধাজ্ঞাটির যথাযথ আইনি ভিত্তি নেই বলেও আবেদনে দাবি করা হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকারের আরোপিত এ নিষেধাজ্ঞার কোনো বৈধ উদ্দেশ্য নেই বলে উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চলমান হামলার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের অংশ হিসেবে নিষেধাজ্ঞাটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞাটি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত এবং এর অপব্যবহার ঠেকাতে পর্যাপ্ত সুরক্ষাব্যবস্থা নেই বলে আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনার পক্ষে করা আবেদনে জাতিসংঘের তিনজন বিশেষজ্ঞের জরুরি হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার এবং গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রসারবিষয়ক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ।

আবেদনে বিশেষজ্ঞদের জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানিয়ে প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।